আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্হিয়্যাহ

(ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ)

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন

তৃতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্হিয়্যাহ
(ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ)
ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন
তৃতীয় খণ্ড

বি আই এল আর এল এ সি-২০

ISBN : 978-984-91686-6-9

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল’ রিসার্চ কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
মারজান প্রিন্টিং প্রেস

দাম : ৬৫০ টাকা US $ 25

Islamer Bebsay o Banijjo Aeen [vol-3] (Al-Mawsuatul Fiqhiyah), Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam, General Secretary on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Marzan Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 650 US $ 25

উপদেষ্টা পরিষদ

* শাহ আবদুল হান্নান
* এম আযীযুল হক
* ড. মিয়া মুহাম্মদ আইউব
* মোঃ হাবিবুর রহমান

পৃষ্ঠপোষক মণ্ডলী

* আরাস্তু খান
* এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল
* আলহাজ্জ আব্দুস সামাদ লাবু

সম্পাদনা পরিষদ

মু. ফরীদ উদ্দীন আহমাদ	সভাপতি
মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের	সদস্য
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ	সদস্য
উবায়দুর রহমান খান নদভী	সদস্য
মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা	সদস্য
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন	সদস্য
মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী	সদস্য
শহীদুল ইসলাম	সদস্য সচিব

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন
তৃতীয় খণ্ড
অনুবাদ করেছেন যাঁরা-

মুহাম্মদ যুবায়ের	মুহাদ্দিস, লেখক, অনুবাদক
শহীদুল ইসলাম	গবেষক, সম্পাদক, অনুবাদক
মুহীউদ্দীন কাসেমী	মুফতী, গবেষক, গ্রন্থকার
কাজী মুহাম্মদ হানিফ	মুফতী, গবেষক, অনুবাদক
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	গবেষক, অনুবাদক
নাজিদ সালমান	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
মুহাম্মাদ সাআদ হাসান	মুফতী, অনুবাদক
মুহাম্মদ শরফুদ্দীন	লেখক, অনুবাদক
উমর ফারুক	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
আব্দুল্লাহ ইদ্রিস	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
কবির হোসাইন	শিক্ষক, অনুবাদক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

প্রকাশকের কথা

'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' কুয়েত সরকারের ওয়াক্ফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত পঁয়তাল্লিশ খণ্ডের 'ইসলামী আইন' বিশ্বকোষ। এই বিশ্বকোষে ইসলামী আইনের প্রতিটি পরিভাষা সম্পর্কে আরবী আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বে এটিই সম্ভবত ফিক্হের ওপর সর্ববৃহৎ কাজ। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' এই বিশ্বকোষটি পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এ কাজের প্রথম পদক্ষেপ ছিল 'ইসলামের পারিবারিক আইন' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। এর দ্বিতীয় পদক্ষেপ" ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন। ইতোমধ্যে "ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন" সম্পর্কে ২টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এটি এই সিরিজের ৩য় খণ্ড, যেটিতে ২৯টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা আশা করি, এ গ্রন্থটিও পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, ইসলামী আইনের গবেষক, ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন জানা ও গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকিং এবং ব্যবসায়ে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আইনের চর্চা ও আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ক ইসলামী আইনের দালিলিক প্রমাণ ও প্রধান মাযহাবগুলোর বিশুদ্ধ ভাষ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। ফলে বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকিং, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা এবং আইনচর্চা ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অনেকের মধ্যে ইসলামী আইন সম্পর্কে যে সব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত হবে; সেই সাথে ইসলামের অনুসারী ও দাওয়াত-কর্মীদের জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হবে। ফলে সমাজে ইসলামী শরীআর চর্চা সহজতর হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের নবজাগরণকে সামনে রেখে দেশবাসীকে ইসলামী আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের প্রকাশ। এ গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডগুলো যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। পূর্বে প্রকাশিত খণ্ডগুলোর মতো এ খণ্ডটিও সুধী মহলে আদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের সঠিক বিধান জানা এবং তা পালন করার তাওফীক দিন। আমীন।

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

মুখবন্ধ

'আইনের শাসন' আজ বিশ্বব্যাপী পরম কাঙ্ক্ষিত। সুবিচার বর্তমানে মানবজাতির প্রধান কাম্য বিষয়। আইনের শাসন-এর অর্থ আইন থাকবে সবার ঊর্ধ্বে। আইন চলবে তার নিজস্ব গতিতে। আইনের চোখে ছোট বড় সবাই থাকবে সমান। ক্ষমতা, আভিজাত্য, অর্থ বা অন্য কিছুর প্রভাব আইনের গতি রোধ করবে না। সুবিচার-এর অর্থ হলো, দুর্বলতম ব্যক্তির অধিকার পাইয়ে দেয়ার দায় কাঁধে নেয়া এবং সবলের অন্যায় প্রতিহত করা। জুলুম ও অপরাধ দমন করা, সাধারণ নাগরিকের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইন সম্পৃক্ত স্বচ্চ থাকা।

সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য কেবল বিচার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। শুধু আইন, আইনের শাসন নিশ্চিত করে না। আইন ও বিচার থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সুনীতি ও সদ্ভাবের বিকাশ সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে আইন ও বিচারব্যবস্থা একটি জরুরি ব্যবস্থাপত্র মাত্র। মূল কাজটি হচ্ছে, সকল নাগরিকের মাঝে আইন মানার মানসিকতা তৈরি করা।

ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, শান্তিপ্রিয়তা, মানবিক চেতনা ও বিবেচনাবোধ ইত্যাদি মানুষকে সৎ থাকতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে বড় সহায়ক হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষকে খোদাভীতির মাধ্যমে নিজকে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার চিন্তা একজন মানুষের মধ্যে মজবুত দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও আরো অনেক প্রেরণাদায়ী বিষয়ও মানুষের বিবেচনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার শক্ত ভিত গড়ে দিতে পারে। তখনই কেবল এ মানুষটি থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। বিচার ও শাসনকার্যেও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার জন্য নৈতিকতার প্রেরণা অপরিহার্য। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' গণমানুষের মধ্যে এই নৈতিক প্রেরণা জাগ্রত করার জন্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি নৈতিকতা ভিত্তিক আইন (Law Based on Moral Values)। গণমানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হলে তারা আইন মানার জন্যে প্রস্তুত থাকে। ফলে আইনের প্রয়োগ সহজ হয়। স্বপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ আইন পালন করে এবং অন্যকেও আইন মানতে উজ্জীবিত করে। আইনভঙ্গের প্রবণতা নিম্নতম মাত্রায় চলে আসে।

ইদানিং বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত অপরাধের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ নৈতিক অবক্ষয় ও এর বিস্তার। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়ংকর রূপ প্রতিভাত হচ্ছে। অপরাধ বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে মামলা, বাড়ছে বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা। বিচারের দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রতিদিন নতুন নতুন মামলা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মামলার জট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অপরদিকে বিচার সম্পর্কে লোকজনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সংশয় ও হতাশা। জেলখানায় কয়েদী ও হাজতীদের সংখ্যা বর্তমানে ধারণ ক্ষমতার বাইরে। সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। উপরিউক্ত যাবতীয় সমস্যা নিরসনকল্পে আমরা মনে করি, ইসলামী বিচারব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ-এর আলোকে শাসক, বিচারক, আইনজীবী, বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীসহ সর্বস্তরের নাগরিকদের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তিকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপরিউক্ত পাহাড়সম সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

আল্লাহর বিধান সকল মুসলিমের জন্য অবশ্য পালনীয়। ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করা সকল মুসলিমের কর্তব্য। ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের জনগণকে অবহিত করা এবং ইসলামী আইন ও বিচারের আলোকে জনগণের ন্যায় ও সুবিচার পাওয়ার অধিকার সহজতর করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৫ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার কর্মসূচির অন্যতম অংশ হচ্ছে, ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থার উপযোগিতা ও সামষ্টিক কল্যাণ নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা। সংস্থা 'ইসলামী আইন ও বিচার' নামে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে। সেই সাথে তুলনামূলক আইনবিষয়ক পুস্তক প্রকাশের কাজও করছে। ইতোমধ্যে এ সংস্থা ইসলামী আইন সংক্রান্ত প্রায় কুড়িটি পুস্তক প্রকাশ করেছে।

৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' একটি বিশাল কর্ম। এটিই সম্ভবত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ফিকহী প্রকাশনা। আমরা ইতোপূর্বে এই বিশাল সাগর থেকে "ইসলামের পারিবারিক আইন" শীর্ষক ২টি খণ্ড প্রকাশ করেছি। এগুলো বোদ্ধা মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ-প্রকল্পের দ্বিতীয় পদক্ষেপ "ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন" ১ম ও ২য় খণ্ড ইতোমধ্যে ব্যাংকিং ও একাডেমিক সেক্টরে ব্যাপকভাবে আদৃত হয়েছে। এই সিরিজের তৃতীয় খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে পারায় মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। এটিতে ২৯টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাভাষায় দালিলিক প্রমাণসহ ইসলামী আইন বিষয়ক প্রকাশনা অপ্রতুল। যেগুলো আছে সেগুলোর অধিকাংশই ফিক্হের পাঠ্য গ্রন্থাদির অনুবাদ। সেগুলো সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্যও নয়। এ পুস্তকটিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ এবং প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর বক্তব্য দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত পাঠকগণ এখানে সব মাযহাবের ভাষ্য একসাথে পাবেন।

ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' যেমন অনন্য অর্জন, এর বাংলা ভাষ্য 'ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ'ও বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ ও অপূর্ব সংযোজন। আমাদের জ্ঞানসাধনার জগৎ এ ধরনের অনবদ্য অবদানে ঋদ্ধ হোক। আলোক অন্বেষী শিক্ষিত প্রজন্ম খুঁজে পাক সাফল্যের ঠিকানা। ইসলামের কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার দিক-দর্শন আধুনিক সমাজে প্রচারের কাজে নিয়োজিত 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথে সাফল্যের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করুক- গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকাশনার শুভ মুহূর্তে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে এই আমাদের প্রার্থনা। উল্লেখ্য যে, আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাতে কেবল প্রাচীন ফিকহবিদদের মতামত বিবৃত হয়েছে। বিশেষভাবে আধুনিককালের যারা ফিকহের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন যেমন মুহাম্মদ আল-গাজালী, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ড. ওহাবাহ আয-যুহাইলী, ড. আবু যাহরা, আব্দুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন, বিচারপতি তাকী উসমানী, মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী, হাসান তুরাবী প্রমুখের ফিকহী মতামত তাদের ফতোয়ার গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাবে।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে
শহীদুল ইসলাম
সদস্য সচিব
আল-মাওসূ'আতুল ফিক্হিয়্যাহ অনুবাদ ও সম্পাদনা প্রকল্প
ও
ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

সূচিপত্র

كَسْبٌ : উপার্জন : Earning

পরিচিতি.. ৩৭
কাসাবু (الْكَسْبُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ....................................৩৭
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা...৩৭
ক. الْحِرْفَةُ : পেশা, ব্যস্ততা, কর্ম...৩৭
খ. الرِّبْحُ : লাভ, মুনাফা, উপকারিতা ৩৭
গ. الْغِنَى : সচ্ছলতা, ধনাঢ্যতা.. ৩৮
শরয়ী বিধান..৩৮
উপার্জনের আদবসমূহ...৩৯
উপার্জন করা এবং ইবাদতে একান্ত নিমগ্নতার মাঝে তুলনা......................... ৪০
দারিদ্র্য ও সচ্ছলতার মাঝে তুলনা.. ৪১
রিযিক উপার্জন করা এবং তাওয়াক্কুল করার মাঝে সমন্বয় বিধান................. ৪২
উপার্জনের প্রকারভেদ ৪৩
উপার্জনের বিভিন্ন পন্থার মাঝে তুলনা ৪৪
উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ভিক্ষা করা..৪৬
উপার্জনে অক্ষম নিকটাত্মীয়ের খরচ...৪৮
দেউলিয়া হওয়া ব্যক্তিকে উপার্জনে বাধ্য করা..৪৯
অপ্রাপ্তবয়স্ককে উপার্জনের দায়িত্ব দেওয়া...৫০
মসজিদে উপার্জন করা..৫১
মন্দ উপার্জন এবং এর পরিণাম.. ৫৩

اِكْتِسَابٌ : আয়-রোজগার : Income

পরিচিতি.. ৫৭
ইকতিসাব (الاِكْتِسَابُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৫৭
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৫৭
ক. الْكَسْبُ : উপার্জন, রোজগার করা.. ৫৭
খ. الاِحْتِرَافُ : পেশাগ্রহণ বা الْعَمَلُ : শ্রমদান.. ৫৭
শরয়ী বিধান ৫৮

কাকে উপার্জনের দায়িত্ব দেয়া যায় না.. ৫৯
উপার্জনের কিছু পন্থা ৫৯

أَجِيرٌ : শ্রমিক, চাকুরিজীবী : Employee, Worker

পরিচিতি..৬১
আজীর (الأَجِيرُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.................................... ৬১
ক. أَجِيرٌ خَاصٌّ : ব্যক্তিগত বা নির্দিষ্ট শ্রমিক..৬১
খ. أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ : যৌথ বা অনির্দিষ্ট শ্রমিক ৬১
আজীর-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান ৬১
আলোচনার স্থান ৬২

أَمَانَةٌ : আমানত : Trust

পরিচিতি..৬৩
আমানত (الأَمَانَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৬৩
আমানত সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিধান ৬৪
আলোচনার ক্ষেত্রসমূহ.... .... ৬৯

أَجْرٌ : বিনিময়, পারিশ্রমিক : Fee, Charge

পরিচিতি.. ৭১
আজর (الأَجْرُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ..৭১
আজর সম্পর্কিত বিধান..৭১
আলোচনার ক্ষেত্র...৭২

أُجْرَةٌ : মজুরি, ভাড়া, বেতন : Rent, Wage, Salary

পরিচিতি..৭৩
উজরাত (الأُجْرَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ...................................৭৩
উজরাত-এর সাথে সম্পর্কিত বিধি বিধান..৭৩
আলোচনার ক্ষেত্র ৭৪

جِعَالَةٌ : মজুরি, পারিশ্রমিক Wage Contract, Commission

পরিচিতি..৭৫
জিআলা (الْجِعَالَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ..৭৫
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৭৫
জিআলার বিধান এবং তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ.. ৭৬
সুন্নাহর দলিল...৭৬
জিআলার রুকন [মূল স্তম্ভ] ৭৮
জিআলার শব্দরূপ ৭৮
নির্দিষ্ট কর্মীর চুক্তি ভঙ্গ করা ৮০
কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে জিআলা-চুক্তি কি আবশ্যিক? ৮০
চুক্তি সম্পাদনকারী দুই ব্যক্তি বা পক্ষ ৮১
জিআলা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শর্তাবলি ৮১
কর্মীর ক্ষেত্রে শর্তাবলি ৮১
জিআলা চুক্তিতে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা ৮২
চুক্তির ক্ষেত্র এবং শর্তাবলি ৮৩
কাজে শ্রম ও কষ্ট থাকা ৮৫
কাজটি বৈধ হলেও তা কর্মীর জন্য ওয়াজিব না হওয়া ৮৫
কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করা..৮৬
কাজের মধ্যে অঙ্গীকারদাতার কল্যাণ নিহিত থাকতে হবে ৮৭
জিআলার বিনিময় এবং এর শর্তাবলি ৮৮
জ্ঞাত হওয়া...৮৮
যেসব ক্ষেত্রে বিনিময় জ্ঞাত হওয়া শর্ত নয় ৮৯
বিনিময় হালাল এবং হস্তান্তরযোগ্য হওয়া ৯০
কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বিনিময় দেওয়া ৯০
জিআলা চুক্তির প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল ৯১
কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর চুক্তি আবশ্যিক হয়ে যায়..৯১
বিনিময়দাতার সম্পত্তিতে কর্মীর দখলের বৈশিষ্ট্য ৯১
কর্মীর দখলে থাকা অবস্থায় সম্পদের পিছনে খরচ ৯২
খরচপ্রাপ্তির জন্য অঙ্গীকারদাতার সম্পদ আটকে রাখা ৯৪
বিনিময়ের অধিকারী হওয়া এবং এর শর্তাবলি ৯৪
পারিতোষিকের বিনিময়ে কৃত কাজে অনুমতি প্রদান..৯৪
মজুরি ব্যতীত কাজের অনুমতি দেওয়া ৯৫

কাজের অনুমতি শোনা এবং এ ব্যাপারে অবগত থাকা...৯৬
অনুমতি ও বিনিময় নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ করা ৯৭
অনুমতি এবং বিনিময় নির্দিষ্ট স্থানের সাথে নির্ধারণ করা.................................... ৯৭
হারানো সম্পদের পথনির্দেশনা এবং সে সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া........................ ৯৯
কাজ সমাপ্ত করা এবং বিনিময়দাতার কাছে হস্তান্তর করা.................................. ১০০
অঙ্গীকারদাতার কাছে হস্তান্তরে অক্ষম হলে.. ১০২
কর্মীর কাজে সহযোগিতা নেওয়া এবং বিনিময়প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এর প্রভাব...... ১০৩
ফুজুলী এবং প্রতিনিধির সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অধিকারী হওয়া.......... ১০৬
ঘোষণাকারী কর্তৃক মজুরি বৃদ্ধি বা হ্রাস কিংবা.. ১০৮
পরিবর্তন করা এবং এ সংক্রান্ত বিষয়.. ১০৮
ঘোষণাকারীর পক্ষ থেকে কাজ বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া ১০৯
নির্ধারিত বিনিময় নষ্ট হয়ে গেলে শ্রমিক কী পাবে.. ১০৯
প্রাপ্য/বিনিময় আদায়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ জিনিস আটকে রাখা................................ ১১০
শর্ত করে বা শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রাপ্য বিনিময়ের পরিমাণ..................................... ১১০
জিআলা বিনষ্ট হলে কর্মী কী পাবে?...১১২
চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের মতানৈক্য ও বিবাদ.. ১১৩
- ক. কাজের অনুমতি সম্পর্কে শোনা বা জানা.. ১১৩
- খ. চুক্তিতে মজুরির শর্ত করা ১১৩
- গ. শ্রমিকের পক্ষ হতে কাজ সংঘটিত হওয়া ১১৩
- ঘ. মজুরির পরিমাণ, প্রকার ও গুণাবলি ১১৪
- ঙ. চুক্তিতে শর্তকৃত কাজের পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য.. ১১৫
- চ. কাজের প্রকার এবং প্রত্যাবর্তিত বস্তু সম্পর্কে মতনৈক্য.................................. ১১৫

কর্মী এবং তার সহযোগীর মতবিরোধ.. ১১৬
জিআলা-চুক্তি ভেঙে যাওয়া.. ১১৬
- প্রথম : বাতিল করা এবং এর কারণসমূহ.. ১১৬
- দ্বিতীয় : জিআলা রহিত হওয়া এবং এর কারণসমূহ.. ১১৭
- তৃতীয় : জিআলা-চুক্তি রহিত করার পর উদ্ভূত ফলাফল.................................... ১১৮

কাজ শুরু করার পূর্বে ১১৮
কাজ শুরু করার পরে... ১১৮
পলাতক গোলাম আজাদ করার মাধ্যমে চুক্তি রহিত করার ফল ১২০
জিআলা চুক্তি রহিত হওয়ার পরিণতি...১২০
জিআলা চুক্তি রহিত করার পর কর্মীর কাজের বিধান ১২২

رِبْحٌ : লাভ : Profit

পরিচিতি..১২৩
রিবহুন (رِبْحٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১২৩
সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি... ১২৩
النَّمَاءُ : প্রবৃদ্ধি ১২৩
الْغَلَّةُ : ফসল/শস্য ১২৪
রিবহুন-এর সাথে সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিধান...১২৪
মুদারাবার লাভ ১২৭
কোম্পানি বা অংশীদারি ব্যবসায় লাভ... ১২৮
ব্যবসায় অর্জিত মুনাফায় যাকাত ১২৯

مَنْفَعَةٌ : মুনাফা, উপযোগ : Usufruct

পরিচিতি..১৩১
মুনাফা (مَنْفَعَةٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ................................ ১৩১
সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি..১৩১
ক. الْغَلَّةُ (আল-গাল্লাহ) : ফল, ফসল...১৩১
খ. الْعَيْنُ (আল-আইন) : বস্তু..১৩২
গ. الانْتِفَاعُ (আল-ইনতিফা) : উপকৃত হওয়া...১৩২
মুনাফা সম্পদ হওয়া.. ১৩২
মুনাফা সম্পদ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদের কারণে সৃষ্ট প্রভাবসমূহ............ ১৩৩
ক. মুনাফার ক্ষতিপূরণ.. ১৩৩
খ. মুনাফাকে মহর নির্ধারণ করা ১৩৪
গ. শুফার সম্পদের বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুনাফা দ্বারা শুফা সাব্যস্ত হওয়া..১৩৫
ঘ. মুনাফার উত্তরাধিকার.. ১৩৬
মুনাফার ওপর ভিত্তি করে সংঘটিত চুক্তিসমূহ... ১৩৭
ধারের মধ্যে মুনাফা শর্ত করার বিধান..১৩৭
মুনাফা বন্ধক রাখা.. ১৩৮
মুনাফা বণ্টন ১৩৯
মুনাফার মালিকানা.. ১৩৯
মুনাফার মালিকানা রহিতকরণ এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ.................................. ১৩৯

মুনাফার মালিকানা শেষ হওয়া ১৩৯
মুনাফা সম্পর্কিত অসিয়ত.. ১৪০
মুনাফা ওয়াকফ করা ১৪০
মুনাফা নির্দিষ্ট করা ১৪০
জনস্বার্থ রহিত করা ১৪১
মানব-অঙ্গের মুনাফা ধ্বংস করা ১৪১
মুনাফার মূলনীতি ঃ অনুমোদন ১৪২

غرامات : জরিমানা : Penalty

পরিচিতি..১৪৫
গারামাত (غرامات)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.............................১৪৫
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা...১৪৫
আল-গারামাত সম্পর্কিত বিধান...১৪৬
জরিমানা আবশ্যিক হওয়ার কারণ..১৪৬
মালের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কারণ সমূহ...১৪৬
হস্তক্ষেপ...১৪৬
অনিরাপদ হস্তক্ষেপ..১৪৬
আমানত ভিত্তিক হস্তক্ষেপ...১৪৭
লজ্জা স্থানে সীমা লঙ্গনের বিধান...১৪৮
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দরুন ক্ষতিপূরণ...১৪৮
জীবন এবং শরীর সম্পকির্ত সীমালঙ্গন...১৪৮

ضَرَرٌ : ক্ষতি, অপকার : Harm

পরিচিতি..১৪৯
দারার (الضَّرَرُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.....................................১৪৯
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা... ১৪৯
ক. الإِتْلاَفُ (আল-ইতলাফ) : ধ্বংস সাধন.. ১৪৯
খ. الاِعْتِدَاءُ (আল-ইতিদা) : সীমালঙ্ঘন.. ১৫০
দারার الضرر-এর সাথে সম্পর্কিত শরয়ী বিধান ১৫০
ক্ষতির (الضَّرَرِ) বিধান সংবলিত ফিকহী মূলনীতি ১৫১

الضَّرَرُ يُزَال : ক্ষতি দূরীভূত করা হবে........১৫১

এই মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূলনীতি........১৫১

অসিয়্যতের মাধ্যমে ক্ষতি করা ১৫৬

রাজআত [তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা]-এর মাধ্যমে ক্ষতি করা ১৫৭

দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন........ ১৫৮

ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন........ ১৫৮

বাধ্যতামূলক করণীয় পরিত্যাগ করে ক্ষতি প্রতিহত করা ১৬৫

ক্ষতি দূর করার আবশ্যকতা........১৬৫

ক্ষতি প্রতিহত করতে বিধি নিষেধ আরোপ করা ১৬৬

ভরণপোষণ না করার ক্ষতির দরুন বিচ্ছেদ ১৬৭

تَلَفٌ : বিনাশ, ক্ষয়ক্ষতি : Damage

পরিচিতি........১৬৯

তালাফ (تَلَفٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ........১৬৯

তালাফ-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান ১৬৯

ক্ষতির কারণসমূহ........১৬৯

প্রথম : ইবাদতে ধ্বংসের প্রভাব ১৭০

ক. যাকাতের মাল বিনাশ হওয়া ১৭০

খ. সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার পর বিনাশ........১৭৩

গ. কুরবানীর পশু বিনাশ ১৭৪

ঘ. হাদীর (الْهَدْيِ) বিনাশ ১৭৫

দ্বিতীয় : বিনিময়চুক্তিতে বিনাশ ১৭৮

কজার পূর্বে সমস্ত বিক্রীত বস্তুর বিনাশ ১৭৮

কজার পূর্বে কিছু পণ্যের বিনাশ........১৮১

বিক্রেতার হস্তক্ষেপে কজার পূর্বে কিছু পণ্যের বিনাশ ১৮৩

ক্রেতার হস্তক্ষেপে আংশিক পণ্য বিনাশ........১৮৪

নিঃসম্পর্ক (الأَجْنَبِيِّ) ব্যক্তির কাজের কারণে আংশিক পণ্যের বিনাশ........১৮৫

কজার পর আংশিক পণ্যের বিনাশ........১৮৬

পণ্যের অতিরিক্ত অংশের বিনাশ........১৮৭

ভাড়া বস্তুতে বিনাশ........১৮৭

তৃতীয় : চুক্তিবদ্ধ আমানত এবং এ জাতীয় বস্তুর বিনাশ........১৯০

চতুর্থ : কৃষি উৎপাদিত বর্গা এবং সেচউৎপাদিত বর্গা ফসলের বিনাশ........১৯৪

পঞ্চম : জবরদখল বা ছিনতাইকৃত বস্তুর বিনাশ........১৯৪

বিধানগত বিনাশ........১৯৫

ষষ্ঠ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিনাশ........১৯৫

সপ্তম : মোহরানা বিনাশ........ ১৯৬

ক. নির্ধারিত মোহরানা স্বামীর হস্তগত থাকাবস্থায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া...১৯৬

খ. মোহরানা স্বামীর হাতে এবং তাতে সামান্য ত্রুটি হওয়া ১৯৭

গ. স্ত্রীর হাতে মোহরানার গুরুতর ত্রুটি........১৯৭

ঘ. স্ত্রীর হাতে মোহরানার সামান্য ত্রুটি........১৯৮

রাষ্ট্রদ্রোহীরা কিছু বিনাশ করলে........২০০

إِتْلَاف : ধ্বংস করা : To Destroy

পরিচিতি ২০৩

ইতলাফ (إِتْلَاف)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ২০৩

সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ ২০৩

ক. الإِهْلَاكُ (আল-ইহলাক) : ধ্বংস করা........ ২০৩

খ. التَّلَفُ (আত-তালাফ) : ধ্বংস হওয়া........২০৪

গ. التَّعَدِّي (আত-তাআদ্দী) : সীমালংঘন........ ২০৪

ঘ. الإِفْسَادُ (আল-ইফসাদ) : নষ্ট করা, ধ্বংস করা, অকেজো করা.... ২০৪

ঙ. الْجِنَايَةُ (আল-জিনায়া) : অপরাধ........ ২০৪

চ. الإِضْرَارُ (আল-ইদরার) : ক্ষতিসাধন........২০৫

ছ. الْغَصْبُ (আল-গাসব) : অপহরণ, ছিনতাই, ডাকাতি........২০৫

ইতলাফের সাথে সম্পর্কিত শরয়ী বিধান ২০৫

ইতলাফের (ধ্বংসের) প্রকারভেদ ২০৫

বৈধ ইতলাফ এবং অবৈধ ইতলাফ ২০৬

প্রথম : সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ ইতলাফ ২০৬

দ্বিতীয় : যে বৈধ ইতলাফের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে.....২০৯

তৃতীয় : বিতর্কিত ইতলাফ ২১১

চতুর্থ : অবৈধ ইতলাফ যা আল্লাহর অধিকারস্বরূপ ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করে...২১৩

ধ্বংসস্থল ২১৭

ইতলাফের ধরনসমূহ ২১৮

কোনো মাধ্যম অবলম্বন করে ধ্বংস করা ২১৯
চতুষ্পদ জন্তু যে সব বস্তু ধ্বংস করে সেগুলোর বিধান ২২০
ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়ার শর্তসমূহ ২২২
ইতলাফের কারণে আবশ্যক জরিমানা করার পদ্ধতি....................২২৪
ইতলাফে জবরদস্তি করা এবং যার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে তার বর্ণনা........২২৫
কব্জা প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং বিনিময় রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইতলাফের প্রভাব...২২৬
ইতলাফের দ্বারা মালিকানা প্রত্যাবর্তন....................২২৭
সংক্রমণজনিত ইতলাফের বিধান ২২৮
সংঘাতের ফলশ্রুতিতে ইতলাফ.................... ২২৯
জাহাজ হেফাজতের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরযোগ্য কিছু পণ্য নষ্ট করার বিধান......২৩০
মজদুর এবং ভাড়াটের নিজের দখলে থাকা বস্তু ধ্বংসের বিধান....................২৩১
লুণ্ঠিত ও অপহৃত বস্তু ইতলাফের বিধান ২৩২

إِذْنٌ : অনুমতি : Permission

পরিচিতি ২৩৫
ইয্‌ন (الْإِذْنُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ২৩৫
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ২৩৫
ক. الْإِبَاحَةُ : বৈধকরণ, বৈধতা দেওয়া....................২৩৫
খ. الْإِجَازَةُ : ইজাজত, অনুমতি....................২৩৬
গ. الْأَمْرُ : আদেশ করা, নির্দেশ প্রদান....................২৩৬
অনুমতির প্রকারভেদ....................২৩৬
ক. অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিবেচনায় অনুমতি ২৩৭
খ. কাজ, সময় বা স্থানের বিবেচনায় অনুমতি প্রদান....................২৩৭
কার অনুমতি প্রদানের অধিকার রয়েছে? ২৩৯
শরীয়তপ্রণেতার অনুমতি.................... ২৩৯
মালিকের অনুমতি দান ২৪২
ক. হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয়া ২৪৩
খ. অন্যের মালিকানায় সম্পদ হস্তান্তরের অনুমতি ২৪৩
গ. ব্যবহার ও ব্যয় করে শেষ করার অনুমতি ২৪৩
ঘ. লাভবান হওয়া ও উপকার গ্রহণের অনুমতি ২৪৩
স্বত্বাধিকারী বা মালিকের অনুমতি দান ২৪৪

বিচারকের অনুমতি.................... ২৪৬
অভিভাবকের অনুমতি ২৪৭
ওয়াকফের দায়িত্বানের অনুমতি ২৪৮
অনুমতিপ্রাপ্তের পক্ষ থেকে অনুমতি ২৪৯
অনুমতির ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধিতা ২৫০
কী দ্বারা অনুমতি বোঝানো হয়ে থাকে? ২৫১
অনুমতি নিরাপদ পরিণতির সাথে শর্তযুক্ত হওয়া ২৫৩
প্রথমত : যে অনুমতি নিরাপদ পরিণতির শর্তযুক্ত নয় ২৫৪
ক. শরীয়তের আবশ্যকীয় হকসমূহ....................২৫৪
খ. চুক্তির মাধ্যমে আবশ্যকীয় বিভিন্ন হক....................২৫৫
দ্বিতীয় : যেসব বিষয় নিরাপদ থাকা শর্ত ২৫৬
ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতির প্রভাব ২৫৮
চুক্তিতে অনুমতির প্রভাব ২৬০
ব্যয় ও খরচ করার ক্ষেত্রে অনুমতির প্রভাব ২৬২
অপরাধের ক্ষেত্রে অনুমতির প্রভাব ২৬৩
উপকার গ্রহণে অনুমতির প্রভাব ২৬৪
অনুমোদনের সমাপ্তি ২৬৫

إِجَازَة : অনুমোদন, বাস্তবায়ন

Approval, Authorization, Implementation

পরিচিতি ২৬৭
ইজাযাহ (إِجَازَة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ....................২৬৭
إذن ও إِجَازَة এ দুটোতে পার্থক্য....................২৬৭
ইজাযত-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান....................২৬৭
ইজাযত-এর ভিত্তি ২৬৭
যার কর্মের অনুমোদন দেওয়া হবে অনুমোদনের সময়ে তার জীবিত থাকা...২৬৮
অনুমোদনকারী....................২৬৯
অনুমোদনের ক্ষেত্র ২৭২
বাচনিক ক্ষেত্রে অনুমোদন....................২৭২
একই জিনিসের একাধিক ক্রয় বিক্রয়ের অনুমোদন ২৭৩
কর্ম ক্ষেত্রের অনুমোদন ২৭৩

তেইশ

অনুমোদনের শব্দ...... ....২৭৬
মৌখিক পদ্ধতি : মৌখিক স্বীকৃতি বা অনুমোদন...........................২৭৬
দ্বিতীয় প্রক্রিয়া : কর্ম...২৭৭
তৃতীয় প্রক্রিয়া...২৭৭
চতুর্থ প্রক্রিয়া ২৭৭
পঞ্চম প্রক্রিয়া ২৭৮
অনুমোদনের প্রভাব বা কার্যকারিতা ২৭৯
অনুমতি প্রত্যাখ্যান....... ....২৮০
অনুমতি প্রত্যাহার ২৮০

غرر : ঝুঁকি, ধোঁকা : Uncertainty, Ambiguity

পরিচিতি...২৮১
গারার (غرر)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ২৮১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ২৮১
الغَبْنُ ক্ষতি ২৮২
গারার-এর সাথে সম্পর্কিত শরয়ী বিধান...২৮৩
ঝুঁকির প্রকার ২৮৩
প্রতিক্রিয়াশীল ঝুঁকির শর্ত ২৮৩
ক. ঝুঁকির পরিমাণ হবে বেশি ২৮৩
খ. মৌলিকভাবে চুক্তিবদ্ধ বিষয়ে ঝুঁকি দেখা দিতে হবে.................. ২৮৪
গ. চুক্তির প্রয়োজনীয়তা থাকবে না...২৮৬
ঘ. ঝুঁকিটা যে কোনো আর্থিক লেনদেনের বেলায় হতে হবে ২৮৮
প্রথম : চুক্তির মধ্যে ঝুঁকি ২৮৮
ক. ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তির মধ্যে ঝুঁকি ২৮৮
১. চুক্তির বাক্যে ঝুঁকি ২৮৮
২. চুক্তিবদ্ধ বিষয়ে ঝুঁকি ২৯০
মূল্যের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা দেখা দিতে পারে ২৯২
খ. ভাড়ার চুক্তির ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও ধোঁকা ২৯৩
গ. বায়েসালাম-এর ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও ধোঁকা ২৯৪
ঘ. বেতন-ভাতা ও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও ধোঁকা ২৯৫
দ্বিতীয় : দান-অনুদানের চুক্তিতে ঝুঁকি ও ধোঁকা.............................. ২৯৬
ক. হেবা চুক্তি ২৯৬

চব্বিশ

খ. অসিয়ত...২৯৮
তৃতীয় : অংশীদারী চুক্তিতে ঝুঁকি ও ধোঁকা ২৯৮
চতুর্থ : বন্ধক চুক্তির ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও ধোঁকা ২৯৯
পঞ্চম : জামিন [কাফালাত] হওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি ৩০০
ষষ্ঠ : প্রতিনিধিত্বের চুক্তির ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও ধোঁকা ৩০১
সপ্তম : বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে ঝুঁকি ৩০৩
শর্তের মধ্যে ঝুঁকি ৩০৫
প্রথম : এমন শর্ত, যার অস্তিত্বে ঝুঁকি বিদ্যমান ৩০৫
দ্বিতীয় : যে শর্ত চুক্তির মধ্যে ঝুঁকি সৃষ্টি করে ৩০৬
তৃতীয় : যে শর্ত চুক্তিতে ঝুঁকি বৃদ্ধি করে ৩০৬

غَبْن : ধোঁকা : Fraudulence

পরিচিতি ৩০৭
গাবনু (غَبْن)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ..............................৩০৭
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা...৩০৭
ক. التَّدْلِيسُ (আত-তাদলীস): গোপন রাখা..৩০৭
খ. الْغِشُّ (আলগিশ) : প্রতারণা, ঠকানো, ঠকবাজি...........................৩০৭
গ. الْغَرَرُ : ধোঁকা, প্রতারণা, ঝুঁকি, আশঙ্কা..৩০৮
গাবন-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান ৩০৮
ধোঁকার প্রকারভেদ ৩০৯
চুক্তিতে ধোঁকার প্রভাব ৩১০
প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি ৩১১
দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি...৩১২
তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি...৩১৪

غَدْرٌ : প্রতারণা : Treachery

পরিচিতি...৩১৫
গাদরুন (غَدْرٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.............................৩১৫
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা...৩১৫
ক. الْغَوْل (আল-গাওল) : নেশা, মত্ততা...৩১৫

খ. وَالْخُدْعَةُ (আল-খুদআহ) : ধোঁকা, প্রতারণা, কপটতা.................৩১৫

গ. الْخِيَانَةُ (আল-খিয়ানাহ) : খেয়ানত, প্রতারণা.................৩১৬

গাদর-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান.................৩১৬

প্রতারক ও গাদ্দার নেতার অধীনে জিহাদ করা.................৩২১

نَجْشٌ : প্ররোচনা দান : Provoke

পরিচিতি.................৩২৩

নাজ্শ (النَّجْش)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.................৩২৩

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা................. ৩২৩

ক. السَّوْمُ : দামাদামি করা, দাম হাঁকানো.................৩২৩

খ. الْمُزَايَدَةُ : মূল্যবৃদ্ধির ডাক বা নিলাম.................৩২৪

النَّجْش -এর সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান.................৩২৪

কেনার ইচ্ছা ছাড়া বিক্রিতে অংশ নেওয়ার প্রেক্ষিতে সে বিক্রির বিধান....... ৩২৬

ক্রেতার বিক্রি প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ ও এখতিয়ার.................৩২৭

خيانة : খিয়ানত, আত্মসাৎ : Embezzlement, Betrayal

পরিচিতি.................৩২৯

খিয়ানত (خيانة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.................৩২৯

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা.................৩২৯

খিয়ানত সম্পর্কিত বিধি বিধান.................৩৩০

ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খিয়ানত.................৩৩১

বর্গাচাষী খেয়ানত করলে কী করবে.................৩৩২

খিয়ানতের উদ্দেশ্যে পতিত বস্তু গ্রহণ করার বিধান.................৩৩৩

পেশাজীবীদের খিয়ানত রোধ.................৩৩৩

খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে কি? ৩৩৪

ধার নিয়ে অস্বীকারকারীর হাত কর্তন নিয়ে ফকীহদের মতামত.................৩৩৪

শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিম রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের খিয়ানত বা চুক্তি ভঙ্গের বিধান...৩৩৫

মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের খেয়ানতের বিধান..........৩৩৭

অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কোনো মুসলমানের খেয়ানত ৩৩৮

মুসলিম সেনাবাহিনী হতে খেয়ানতকারীকে বহিষ্কার.................৩৩৮

الاستحقاق : অধিকার দাবি করা : Entitlement

পরিচিতি.................৩৩৯

ইসতিহকাক (الاسْتِحْقَاقُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.................৩৩৯

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা.................৩৪০

ইসতেহকাক বা দাবি করার সাথে সম্পর্কিত বিধান.................৩৪০

ইসতিহকাক বা দাবি প্রতিষ্ঠা করা.................৩৪০

দাবি প্রতিষ্ঠাকরী দলিল.................৩৪১

দাবি করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক.................৩৪২

দাবি অনুযায়ী ফয়সালা প্রদানে শর্তাবলী.................৩৪৩

ক্রয়বিক্রয়ে দাবি.................৩৪৪

পণ্যে দাবিদারের দাবি সম্পর্কে ক্রেতার অবগতি.................৩৪৪

সম্পূর্ণ পণ্যে দাবি করা.................৩৪৪

মূল্য ফেরত নেওয়া.................৩৪৫

আংশিক পণ্যে দাবি করা.................৩৪৬

বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য ফেরত নেওয়ার পন্থা.................৩৪৮

মূল্যে দাবিদার হওয়া.................৩৪৯

দাবিকৃত পণ্যের অতিরিক্ত.................৩৪৯

খরিদ করা জমিতে দাবি.................৩৫১

সারাফ বিক্রিতে দাবি.................৩৫৪

বন্ধক হিসাবে রাখা বস্তুতে দাবি.................৩৫৫

বন্ধকগ্রহীতার হাতে বন্ধকে রাখা বস্তু, যার দাবি করা হয়েছে ধ্বংস ও লীন হওয়া....৩৫৬

বন্ধক রাখা বস্তু বিক্রির পর দাবি.................৩৫৮

দেউলিয়া কর্তৃক বিক্রিত পণ্যে দাবি.................৩৬১

সমঝোতা ও মীমাংসায় প্রদত্ত বস্তুতে দাবি.................৩৬১

ইচ্ছাকৃত হত্যার সমঝোতার প্রদত্ত বস্তুতে দাবি.................৩৬৩

প্রাপ্তি ও অর্জনে জামানত ও নিশ্চয়তা.................৩৬৪

শুফআতে দাবি.................৩৬৪

সেচকাজে দাবি.................৩৬৬

ভাড়ার আলোচনায় দাবিদারের দাবি.................৩৬৭

ভাড়া দেওয়া জমি বা বস্তুতে দাবি.................৩৬৭

ভাড়া দেওয়া বস্তু যা দাবি করা হয়েছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া.................৩৬৯

মজুরি বা ভাড়া ইত্যাদিতে প্রাপ্ত সম্পদে দাবি.................৩৭০

সাতাশ

ভাড়াটিয়ার নির্মাণ বা গাছ থাকা অবস্থায় সে জমিতে দাবি ... ৩৭১
ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর উপহার বা অনুদানের দাবি ... ৩৭২
অসিয়্যতকৃত বস্তুতে দাবিদারের দাবি ... ৩৭৩
মহরে দাবি ... ৩৭৪
খুলা তালাকে প্রদত্ত সম্পদে দাবি ... ৩৭৪
কুরবানীতে দাবি ... ৩৭৫
বন্টিত সম্পদের একাংশে দাবি ... ৩৭৬

صك : দলিল, চুক্তিনামা, বন্ড : Deed, Bond

পরিচিতি ... ৩৭৯
সাক (صَّكُّ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ... ৩৭৯
সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি ... ৩৭৯
السجل : নথি, রেকর্ড, তালিকা ... ৩৭৯
المحضر : কার্যবিবরণী পুস্তক ... ৩৭৯
الديوان : তথ্য-পুস্তক ... ৩৭৯
الوثيقة : প্রমাণ পত্র ... ৩৮০
দলিল এবং নথিপত্র লেখার সাথে সম্পর্কিত বিধানবলি ... ৩৮০
বিচারক কর্তৃক দলিল ও নথিপত্র লেখার আবশ্যকতা ... ৩৮০
দলিল লেখা বাবদ পারিশ্রমিক গ্রহণ ... ৩৮১
চুক্তিনামা এ নথির কাগজের মূল্য ... ৩৮২
বিচারক স্বীয় রায়ের ক্ষেত্রে লেখার উপর নির্ভর করা ... ৩৮২
স্বাক্ষীগণ কর্তৃক নথির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, এটি বিচারকের রায় ... ৩৮৩
দলিল এবং নথির মর্মের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান ... ৩৮৪
কেবল দলিল অনুযায়ী কাজ করা ... ৩৮৪
দলিল এবং নথিপত্র লেখা ... ৩৮৪

ضَمَانٌ : নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা : Guarantee

পরিচিতি ... ৩৮৫
দামান (ضَمَانٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ... ৩৮৫
ضَمَانٌ শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ... ৩৮৫

আটাশ

সংশ্লিষ্ট শব্দমালা ... ৩৮৬
ক. الالْتِزَامُ : দায়িত্বগ্রহণ ... ৩৮৬
খ. الْعَقْدُ : চুক্তি ... ৩৮৭
গ. الْعُهْدَةُ : প্রমাণপত্র ... ৩৮৭
ঘ. التَّصَرُّفُ : পরিবর্তন করা হস্তক্ষেপ করা ... ৩৮৮
ضَمَانٌ-এর বৈধতা ... ৩৮৮
জরিমানা সাব্যস্ত হয় যে সব কারণে ... ৩৯০
প্রথম : التَّعَدِّي : সীমালঙ্ঘন ... ৩৯০
দ্বিতীয় : الضَّرَرُ : ক্ষতি, অনিষ্টতা ... ৩৯১
তৃতীয় : الإِفْضَاءُ : পৌঁছা ... ৩৯২
ক্ষতিসাধনকারী একাধিক হওয়া ... ৩৯২
বাড়াবাড়িকারীদের কেউ প্রত্যক্ষ, কেউ পরোক্ষ ভাবে জড়িত ... ৩৯৩
ক্ষতির ধারাবাহিকতা ... ৩৯৪
হানাফী ফকীহগণের মতে এর অবস্থাসমূহ ... ৩৯৫
ক্ষতির কারণ প্রমাণিত করা ... ৩৯৫
জরিমানার শর্তাবলি ... ৩৯৬
প্রথম : প্রাণনাশের অপরাধজনিত জরিমানার শতার্বলি ... ৩৯৬
দ্বিতীয় : সম্পদ ধ্বংসজনিত অপরাধের জরিমানার শর্তাবলি ... ৩৯৬
জরিমানার কারণসমূহ ... ৩৯৭
চুক্তির জরিমানা এবং ধ্বংসের জরিমানার মধ্যে পার্থক্য ... ৩৯৭
উক্ত দুই প্রকার জরিমানার পার্থক্য নিম্নরূপ ... ৩৯৮
ক. যোগ্যতা ও উপযুক্ততার দিক থেকে পার্থক্য ... ৩৯৮
খ. ক্ষতিপূরণ প্রদানের দিক থেকে পার্থক্য ... ৩৯৮
গ. গুণাগুণ এবং সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পার্থক্য ... ৩৯৮
জরিমানার ক্ষেত্র ... ৩৯৯
ক. বস্তুসত্তা ... ৪০০
স্থাবর সম্পত্তি জরিমানাজাত দ্রব্যের আওতাভুক্ত? ... ৪০১
দ্বিতীয় : মুনাফা ... ৪০২
কারণ ... ৪০৩
তৃতীয়ত : অতিরিক্তসমূহ ... ৪০৪
চতুর্থত : কমে যাওয়া অংশসমূহ ... ৪০৫

উনত্রিশ

পঞ্চমত : গুণাগুণ এবং তার জরিমানা ৪০৮
জরিমানার বিচারে চুক্তির শ্রেণিবিন্যাস ৪০৯
প্রথম : যে সকল চুক্তি জামানতের জন্য শরীয়তসম্মত হয়েছে সেসব চুক্তিতে জামানত... ৪১১
কাফালত চুক্তিতে জামানত ৪১১
প্রাপ্তির জামানত ও দায় ৪১২
বিক্রয় চুক্তির মধ্যে জামানত ৪১৪
অতি গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু বিষয় যা বিক্রিচুক্তির মধ্যে জরিমানা আবশ্যক করে....৪১৫
বিক্রীত পণ্য ধ্বংস হওয়া ৪১৫
বিক্রীত পণ্যের বৃদ্ধি ধ্বংস হওয়া ৪১৫
অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল বিক্রয়ের মধ্যে জরিমানা........ ৪১৬
অশুদ্ধ বিক্রির জরিমানা ৪১৬
অশুদ্ধ বিক্রির পণ্যের মূল্য নির্ধারণে মতবিরোধ ৪১৮
দরাদরি করা অবস্থায় হস্তগত পণ্যের জরিমানা ৪২২
বণ্টন-চুক্তির মধ্যে জরিমানা ৪২৩
সম্পদের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তিতে জরিমানা ৪২৪
তাখারুজ চুক্তির ক্ষতিপূরণ ৪২৪
ঋণচুক্তিতে জরিমানা ৪২৫
বিবাহচুক্তির মধ্যে ক্ষতিপূরণ........ ৪২৬
তৃতীয় : আমানতচুক্তিতে জরিমানা ৪২৭
গচ্ছিত সম্পদের জামানত ৪২৭
ধারের জরিমানা ৪২৮
অংশীদারী জরিমানা ৪৩০
মুদারাবাচুক্তিতে জরিমানা ৪৩২
তন্মধ্যে কিছু হল ৪৩২
চুক্তিসংক্রান্ত শর্তলঙ্ঘন ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে কর্মীর ওপর জরিমানা ৪৩৩
দায়িত্ব অর্পণ চুক্তিতে জরিমানা ৪৩৪
অসিয়্যত চুক্তিতে অসীর দায় ৪৩৭
দানচুক্তিতে জরিমানা ৪৩৮
চতুর্থত : দ্বিমুখী প্রভাবধারী চুক্তি ৪৩৯
ভাড়ায় প্রদানের জরিমানা ৪৩৯
বন্ধকী বস্তুর জরিমানা ৪৪২
ন্যায়নিষ্ঠ কোনো ব্যক্তির দখলে থাকা বন্ধকী বস্তুর জরিমানা ৪৪৫

ত্রিশ

সম্পদের পরিবর্তে মুনাফা প্রদানের সন্ধিতে জরিমানা ৪৪৬
আমানতমূলক ও জামানতমূলক নিয়ন্ত্রণ........ ৪৪৬
গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং উক্ত দুই প্রকার নিয়ন্ত্রণে পার্থক্যসমূহ ৪৪৭
ক. প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংসের প্রভাব ৪৪৭
খ. দখলের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন........ ৪৪৮
গ. অজ্ঞাত রেখে মারা যাওয়া........ ৪৪৯
ঘ. শর্ত........৪৫০
জরিমানার ক্ষেত্রে ফিকহের সূত্রসমূহ ৪৫১
প্রথম সূত্র ৪৫১
দ্বিতীয় সূত্র ৪৫৩
তৃতীয় সূত্র ৪৫৩
চতুর্থ সূত্র ৪৫৪
এই সূত্রটি নিম্নোক্ত শর্তে আবদ্ধ ৪৫৪
পঞ্চম সূত্র : “পশুর অপরাধ দায়হীন” ৪৫৪
ষষ্ঠ সূত্র : শরয়ী বৈধতা জরিমানার পরিপন্থী ৪৫৫
উক্ত সূত্রটি দুই শর্তে আবদ্ধ ৪৫৫
সপ্তম সূত্র : “দায় হিসাবে আয়”........ ৪৫৫
অষ্টম সূত্র : “লাভের অনুপাতে জরিমানা” ৪৫৬
নবম সূত্র ৪৫৬
জরিমানার বিধানসমূহ ৪৫৬
রক্তপাত (প্রাণনাশ ও ক্ষত)-এর জরিমানা ৪৫৭
অপরাধের দিক থেকে জরিমানাকে তিনভাগে ভাগ করা হয় ৪৫৭
ইচ্ছাকৃত হত্যা ৪৫৭
ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা ৪৫৮
ভুলক্রমে হত্যা ৪৫৮
কারণবশত হত্যা ৪৫৮
দ্বিতীয় : অঙ্গহানি বা ক্ষতসৃষ্টির জরিমানা ৪৫৯
তৃতীয় : ভ্রূণ নষ্ট করার জরিমানা ৪৬১
সম্পদ ক্ষতি করার জরিমানা ৪৬২
জরিমানা ধার্য করার পদ্ধতি ৪৬২
জরিমানা ধার্য করার সময় ৪৬৪
জরিমানা ধার্য করার অধিকারের মেয়াদ অতিক্রম ৪৬৬

একত্রিশ

দ্বিতীয় : সম্পদের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের জরিমানার বিশেষ বিধানসমূহ..৪৬৭
ক. বৃক্ষনিধন ৪৬৮
খ. ভবন ধ্বংস ৪৬৯
গ. অপহৃত জমিতে ভবন নির্মাণ বা বৃক্ষ রোপণ ৪৭১
ঘ. প্রাণীর চক্ষু উপড়ে ফেলা ৪৭২
অন্যের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জরিমানা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় ৪৭৪
প্রথম : নিজের তত্ত্বাবধানে অনুগত ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডের জরিমানা ৪৭৪
দ্বিতীয় : অধীনদের কর্মকাণ্ডের জরিমানা ৪৭৫
তৃতীয়ত : পশুর কাজের জরিমানা ৪৭৬
ক. ঝুঁকি ও ভীতিমুক্ত নিরীহ প্রাণী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের জরিমানা..... ৪৭৬
প্রাণীর অপরাধের জরিমানার শর্তাবলি ৪৮০
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি সাধনের আওতাভুক্ত অপরাধ ৪৮৪
খ. ভীতিপদ প্রাণীর অপরাধের জরিমানা ৪৮৭
চতুর্থত : ভবন ধসের জরিমানা ৪৮৯
প্রথম অবস্থা : ভবনের ভিত্তিগত ত্রুটি ৪৮৯
দ্বিতীয় অবস্থা : আকস্মিক ত্রুটি ৪৯১
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ৪৯১
আবেদন বা সাবধান করার শর্তাবলি ৪৯২
জরিমানার প্রবক্তাদের মতে ভবন ধসের কারণে সাব্যস্ত জরিমানা নিম্নরূপ.. ৪৯৫
পঞ্চমত : বস্তুর ক্ষতির জরিমানা প্রদান ৪৯৬
ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন সাধারণ বস্তুর মধ্যে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির জরিমানা ৪৯৬
ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু ধ্বংসের জরিমানা ৪৯৮
তাদের পক্ষ থেকে আরো কিছু মাসআলা........ ৪৯৯
সংঘর্ষের জরিমানা ৪৯৯
প্রথম : মানুষের সংঘর্ষ ৫০০
দ্বিতীয় : বস্তুসমূহের সংঘর্ষ ৫০৩
জাহাজ এবং গাড়ির সংঘর্ষ ৫০৩
জরিমানা সাব্যস্ত না হওয়া ৫০৪
ক. আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা ৫০৪
আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জরিমানা ৫০৬
খ. জরুরি অবস্থা ৫০৬
গ. নির্দেশ কার্যকর করার পরিস্থিতি ৫০৭

বত্রিশ

ঘ. মালিক ও অন্যের অনুমোদন কার্যকর করার অবস্থা ৫০৮
ঙ. শাসকের নির্দেশ অথবা অনুমোদন কার্যকর করার অবস্থা ৫১০
যাকাতের ক্ষেত্রে যামান ও দায় ৫১২
প্রথম অবস্থা ৫১২
দ্বিতীয় অবস্থা ৫১২
বদলি হজ্জ করার জরিমানা ৫১৩
কেরান এবং তামাত্তু হজ্জে পশু কুরবানী ৫১৪
কুরবানির জরিমানা ৫১৫
হারাম এলাকায় শিকার করার জরিমানা........ ৫১৫
চিকিৎসক এবং অনুরূপ ব্যক্তির জরিমানা........ ৫১৬
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জরিমানা........ ৫১৮
শিষ্টাচারমূলক শাস্তিদাতার জরিমানা........ ৫১৯
ডাকাতদের জরিমানা ৫১৯
রাষ্ট্রদ্রোহীদের জরিমানা........ ৫১৯
চোরের পক্ষ হতে চুরিকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ........ ৫২০
বাদ্যযন্ত্র ধ্বংসের জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ ৫২০
কাজ ছেড়ে দেওয়ার জরিমানা ৫২২
সাক্ষ্য পরিহার এবং প্রত্যাহার করা ৫২২
দলিল-দস্তাবেজ নষ্ট করার জরিমানা ৫২২
বার্তাবাহক ও তদ্বিরকারীদের ওপর জরিমানা ৫২৩
জাহাজ থেকে মালামাল নিক্ষেপ ৫২৫
মালিককে সম্পদ নষ্ট হওয়া পর্যন্ত বাধা দেওয়া........৫২৮
মুজতাহিদ ও মুফতির জরিমানা........৫২৯

اِدِّخَارٌ : **গুদামজাতকরণ : Storing, Saving**

পরিচিতি........৫৩১
ইদ্দিখার (اِدِّخَارٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৫৩১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা........৫৩১
রাষ্ট্র কর্তৃক চাহিদার অধিক সম্পদ গুদামজাতকরণ........৫৩১
নাগরিকের হাতে সঞ্চয়কৃত সম্পদ ৫৩৩
গুদামজাতকরণের শরয়ী বিধান........ ৫৩৯
কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ ৫৪০

অভাব ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংরক্ষণ......৫৪১
প্রয়োজনের সময়ে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত খাদ্যশস্য উন্মুক্ত করা......................৫৪২
খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্য সামগ্রী সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করা ৫৪৩

اِحْتِكَارٌ : মজুদকরণ : Hoarding

পরিচিতি... ৫৪৫
ইহতিকার (الاِحْتِكَارُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ..........................৫৪৫
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৫৪৫
মজুদকরণের শরয়ী বিধান ৫৪৬
মজুদদারী হারাম ঘোষণা করার তাৎপর্য ৫৪৯
মজুদদারী কোন্ কোন্ বস্তুতে ধর্তব্য?..৫৪৯
মজুদদারী সাব্যস্ত হয় যেভাবে ৫৫১
মজুদদারীতে ধর্তব্য শর্তাবলি ৫৫২
প্রাসঙ্গিক আরো দুটো বিষয় ৫৫৪
কাজের মূল্যায়নে একচেটিয়াকরণ ৫৫৪
শ্রেণী নির্ধারণে একচেটিয়াকরণ ৫৫৫
মজুদদারের জাগতিক শাস্তি ৫৫৫

ضَرُورَةٌ : প্রয়োজন : Necessity

পরিচিতি...৫৫৭
জরুরত (ضَرُورَةٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৫৫৭
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা...৫৫৭
ক. الْحَاجَةُ: অভাব, চাহিদা..৫৫৭
খ. الْحَرَجُ : সমস্যা, ক্ষতি ৫৫৮
গ. الْعُذْرُ : ওজর, আপত্তি, সমস্যা...৫৫৮
ঘ. الْجَائِحَةُ : তীব্রতা, মুসিবত, প্রয়োজন...৫৫৯
ঙ. الإِكْرَاهُ : জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ...৫৫৯
বিধিবিধানে জরুরত বিবেচনার শরয়ী দলীল-প্রমাণ....................................৫৫৯
জরুরত সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলি...৫৬১
ইবনু আবিদীন বলেন, গোনাহ করতে বাধ্যকরণ কয়েক প্রকার.................. ৫৬৩

জরুরতের বিভিন্ন অবস্থা ৫৬৩
প্রথম অবস্থা : হারাম খাবার বা পানীয় গ্রহণে বাধ্য হওয়া ৫৬৪
ক. মৃত জন্তু...৫৬৪
মৃত জন্তু এবং অন্য হারাম বস্তু ইত্যাদি থেকে নিরূপায় ব্যক্তির খাওয়ার পরিমাণ....৫৬৬
খ. অসহায়ত্বের কারণে অভোজ্য প্রাণী জবাই করা ৫৬৮
গ. জন্তু ছাড়া অন্য হারাম বস্তু গ্রহণ করা ৫৬৮
ঘ. পিপাসা ও অসহায়ত্বের তীব্রতার মদ পান করা...৫৬৮
ঙ. অপারগ ব্যক্তির মানবগোস্ত গ্রহণ ৫৬৯
হারাম দ্রব্যাদির স্তরবিন্যাস...৫৭০
মৃত জন্তু ও অন্যান্য বস্তুর বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে অসহায়ত্বের প্রভাব..............৫৭১
গোনাহের সফরে অসহায় ব্যক্তির মৃত জন্তু গ্রহণ..৫৭২
দ্বিতীয় অবস্থা : চিকিৎসার স্বার্থে দেখা ও স্পর্শ করতে বাধ্য হওয়া............ ৫৭৩
নাপাক ও হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করতে বাধ্য হওয়া............................ ৫৭৩
তৃতীয় অবস্থা : প্রাণ সংহার বা অশালীন কাজ করতে বাধ্য হওয়া ৫৭৪
আত্মরক্ষার্থে হত্যা ৫৭৪
বাধ্য করার কারণে যিনা ৫৭৫
চতুর্থ অবস্থা : অন্যের সম্পদ নেওয়া ও নষ্ট করতে বাধ্য হওয়া..................৫৭৫
জাহাজ উদ্ধারের প্রয়োজনে অন্যের সম্পদ নষ্ট করা ৫৭৬
জবরদস্তি করে অন্যের সম্পদ নষ্ট করা ৫৭৭
পঞ্চম অবস্থা : নিরূপায় হয়ে চূড়ান্ত ভ্রান্ত কথা বলা......................................৫৭৭
মিথ্যা বলতে বাধ্য হওয়া..৫৭৭
বাধ্য হয়ে তাকিয়্যা বা ঘোরানো প্যাঁচানো কথা বলা....................................৫৭৮
জরুরতের বিধানাবলি সংবলিত ফিকহী মূলনীতিসমূহ ৫৭৮
১. কষ্ট সহজতা আনয়ন করে..৫৭৮
২. কোনো বিষয় সংকীর্ণ হলে প্রশস্ত হয়...৫৭৯
এ মূলনীতির আলোকে বিভিন্ন মাসআলা ৫৭৯
৩. তীব্র প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ করে...৫৭৯
৪. তীব্র প্রয়োজন তার চাহিদা পরিমাণ সীমিত থাকে......................................৫৭৯
এ মূলনীতির নির্গত শাখা মাসআলার অন্যতম হলো ৫৭৯
৫. ওজরের কারণে প্রাপ্ত বৈধতা ওজরের অনুপস্থিতিতে বাতিল হয়ে যায়...৫৮০
৬. তীব্র প্রয়োজন অন্যের হক নষ্ট করে না...৫৮০

পঁয়ত্রিশ

إِعَارَةٌ : ধার-কর্জ প্রদান : Lend

পরিচিতি....................৫৮১
ইআরা (الإِعَارَةُ)-এর আভিধানিক অর্থ....................৫৮১
পারিভাষিক অর্থ....................৫৮১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা....................৫৮২
ক. الْعُمْرَى : আজীবন উপকৃত হওয়ার অধিকার প্রদান....................৫৮২
খ. الإِجَارَةُ : ভাড়ায় প্রদান, ইজারা....................৫৮২
গ. الانْتِفَاعُ : উপকার লাভ....................৫৮২
ইআরা বৈধ হওয়ার প্রমাণ....................৫৮২
ইআরা-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান....................৫৮৩
ধার-কর্জ এর মূল বিষয়গুলো....................৫৮৫
ক. ধার-কর্জ প্রদানকারী....................৫৮৫
ধার-কর্জ গ্রহণকারী....................৫৮৫
ধারকৃত বস্তু....................৫৮৫
ধার প্রদানের শব্দ....................৫৮৬
কোন্ ধরনের বস্তু ধার প্রদান করা যাবে....................৫৮৬
ধার প্রদান করার পর তা বহাল রাখা আবশ্যক কি না?....................৫৮৭
প্রত্যাহারের ফলাফল....................৫৯০
চাষাবাদের জন্য জমি ধার দেওয়া....................৫৯৩
জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি ধার প্রদান করা....................৫৯৪
ধার প্রদানকে অন্য কিছুর সাথে শর্তযুক্ত করা ও সম্পৃক্ত করা....................৫৯৬
ধার-কর্জের বিধান ও ফলাফল....................৫৯৭
ধার-কর্জের জামানত....................৫৯৯
জামিন না হওয়ার শর্ত করা....................৬০২
জামানতের পদ্ধতি....................৬০৩
ধার প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর মাঝে মতবিরোধ....................৬০৩
ধারকৃত বস্তুর ব্যয়ভার....................৬০৮
ধারকৃত বস্তু ফেরত দেয়ার খরচ....................৬০৮
ধারগ্রহীতা কিসের মাধ্যমে দায়মুক্ত হবে....................৬০৯
কিসের মাধ্যমে ধার-কর্জ চুক্তি শেষ হয়....................৬১১
ধারকৃত বস্তুর হকদার বের হলে সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে এর কী প্রভাব হবে?....................৬১৩
ধার প্রদানের অসিয়ত প্রসঙ্গ....................৬১৩

ছত্রিশ

اسْتِعَارَة : ধার-কর্জ গ্রহণ : Borrow

পরিচিতি....................৬১৫
ইস্তিআরা (اسْتِعَارَة) আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ....................৬১৫
ইস্তিআরা বা ধার কর্জ গ্রহণ সম্পর্কিত বিধান....................৬১৫
কর্জ চাওয়ার শিষ্টাচার....................৬১৬

إِرْسَالٌ : প্রেরণ, ছেড়ে দেয়া : Discharge, Dispatch

পরিচিতি....................৬১৯
ইরসাল (الإِرْسَال)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ....................৬১৯
ইরসাল (الإِرْسَال)-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান....................৬১৯
আর্থিক লেনদেনে বাহক বা বার্তা প্রেরণ....................৬১৯
বিনিময়-সংক্রান্ত লেনদেনে বাহক বা বার্তা প্রেরণ....................৬১৯
প্রেরিত পণ্যের মালিকানা....................৬২১
প্রেরিত বস্তুর জরিমানা....................৬২১
ছেড়ে দেওয়া জীবজন্তুর দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির জরিমানা....................৬২৭
কোনো জিনিস গ্রহণ কিংবা কাউকে পদচ্যুত করার জন্য বার্তাবাহক প্রেরণ করা..৬৩৩
প্রেরিত বার্তা প্রত্যাহার প্রসঙ্গ....................৬৩৫